দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 NOV 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

069

প্রদর্শন শিক্ষকদের পদোন্নতি

সরকার বিভিন্ন সময়ে এ অবধি প্রায় দেড় শতাধিক বেসরকারী কলেজকে জাতীয়করণ করেছেন। সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ১৩১ জন প্রদর্শন শিক্ষককে প্রভাষক পদে পদোন্নতি দিয়েছেন। অথচ পরবর্তীতে ঐ ঘোষণা মতো আর কাজ না হওয়ার ফলে বিভিন্ন সরকারী কলেজের যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রদর্শন শিক্ষকদের পদোন্নতি বন্ধ হয়ে আসছে। আমরা জানি বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর শূন্য পদে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভাগীয় পদোন্নতির দ্বারা নিয়োগদান করা হয়। সরকারী কলেজেই যেমন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রভাষক হতে সহকারী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক হতে সহযোগী অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপক হতে অধ্যাপক পদে উন্নীত হবার বাস্তবসম্মত নীতিমালা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে সফল যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রদর্শন শিক্ষকদের প্রভাষক পদে পদোন্নতি না দেবার কারণ থাকতে পারে না। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেখানে প্রদর্শন শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা কেবল একবারের জন্যেই হবে এ যুক্তির যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা, ১৯৮৪ সালের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঘোষণাতে কেবল একবারের জন্যেই প্রদর্শন শিক্ষকদের পদোন্নতি দেয়া হবে তা ছিল না— যেহেতু মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ দেশের শিক্ষকদের মর্যাদা, সম্মান দিতে কখনোই কুণ্ঠাবোধ করেননি এবং আগামীতেও করবেন না— এ বিশ্বাস আমাদের আছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঘোষণার প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি প্রদর্শন শিক্ষকদের অনুরোধ, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেমন প্রভাষকদের পদোন্নতি দেয়া হয় তদ্রূপ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রদর্শন শিক্ষকদের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করা হোক। যেহেতু দেশের সরকারী কলেজসমূহে প্রায় আড়াই হাজার প্রভাষক-এর পদ খালি রয়েছে— সেখানে বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রদর্শন শিক্ষকদের প্রভাষক পদে পদোন্নতি দেয়াতে আপত্তি থাকার কথা নয়। এমতাবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন অভিজ্ঞ প্রদর্শন শিক্ষকদিগকে 'প্রভাষক' পদে পদোন্নতি প্রদানের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা হোক।

—শফিউল ইসলাম,
প্রদর্শন শিক্ষক,
ভূগোল বিভাগ,
আব্দুলপুর সরকারী কলেজ, নাটোর।

১৯৮৬ সালের সিলেবাসে পরীক্ষা হোক

১৯৮৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে যারা অকৃতকার্য হয়েছে তারা আবার ১৯৮৭ সালের সিলেবাসে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হবে। কারণ ১৯৮৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সিলেবাসে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বাংলায় গদ্যে সাতটি এবং পদ্যে তিনটি এবং উপন্যাস শ্রীকান্ত পরিবর্তিত হয়ে লালসালু এবং নাটক রক্তাক্ত প্রান্তর-এর পরিবর্তে সিরাজ দৌলা করা হয়েছে। ইংরেজীতে গদ্যে একটি এবং পদ্যে ছ'টি পরিবর্তন করা হয়েছে। এই নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ১৯৮৭ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা পুরানো প্রার্থীদের জন্য অসুবিধার কারণ। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু লেখাপড়ার ক্ষেত্রেই নয়, নতুন করে বই-পত্র কিনতে গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সংকটেও পড়তে হবে।

১৯৮৭ সালের নির্বাচনী পরীক্ষার মাত্র কয়েকদিন বাকী। কিন্তু এখনও পর্যন্ত শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোন্ সিলেবাসে পরীক্ষা হবে তা নির্ধারণ করতে সক্ষম হননি। এতে করে পরীক্ষার্থী সকল ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিতে অনীহা প্রকাশ করছে। আমরা আশাকরি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এই অসুবিধার কথা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের ১৯৮৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ করে দিবেন।

—মোঃ হুমায়ুন কবির খাঁ,
গ্রাম ঃ ও পো ঃ সান্তানপাড়া,
উপজেলা ঃ পলাশ, নরসিংদী,
বাংলাদেশ।